গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ মজিবুর রহমান<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও সিনিয়র সচিবের রুটিন দায়িত্ব, রেলপথ মন্ত্রণালয় |
| তারিখ | : | ০৭ জানুয়ারি ২০২০ |
| সময় | : | বিকাল ০৩:০০ টা |
| স্থান | : | ৯ম তলার সম্মেলন কক্ষ (৯৩০), রেলভবন, ঢাকা। |

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দু'টি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যথা: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব-স্ব উদ্যোগে প্রণীত কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে উদযাপনের জন্য একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি দ্বৈততা পরিহার করার জন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীতব্য কর্ম-পরিকল্পনা ১৫ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে। সে মোতাবেক গত ০৮ মে ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

০২। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, গত ১৫ মে ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিকভাবে ১৯টি কর্মসূচি গ্রহণ করে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ৪টি উপকমিটি গঠন করা হয়; যথা: (ক) স্মরণিকা প্রকাশ উপ-কমিটি, (খ) আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপ-কমিটি, (গ) রেলওয়ে জাম্বুরী আয়োজন উপ-কমিটি, এবং (ঘ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় উপ-কমিটি। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)-এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৪টি কর্মপরিকল্পনা (কর্মসূচির নাম, তারিখ ও স্থান, বিস্তারিত কার্যক্রম, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সম্ভাব্য ব্যয়সহ) প্রণয়ন করা হয়, যা মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে গত ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিসমূহ যথা: (১) বড় বড় রেলওয়ে স্টেশনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, (২) বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, (৩) ব্যানার ও ফেস্টুন বিতরণ এবং স্মরণিকা প্রকাশ, (৪) আনন্দ র‍্যালি আয়োজন, (৫) রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কুইজ, ছড়া/কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন, (৬) রেলওয়ে স্কাউটদের সম্মেলন, (৭) বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন, (৮) জাতীয় শোক দিবস পালন, (৯) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, (১০) রেল সেবা সপ্তাহ, (১১) সেমিনার আয়োজন, (১২) ম্যুরাল তৈরি, (১৩) বড় বড় স্টেশন ও ব্রীজে লাইটিং এবং (১৪) লোকোমোটিভ ও যাত্রী কোচে পোস্টারিং। তিনি আরও বলেন যে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহিত কর্ম-পরিকল্পনায় রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করেন, ৩টি কর্মসূচি হলো: (১) ট্রেন জন্মশতবার্ষিকীর লোগো/ট্যাগ লাইন দিয়ে সজ্জিতকরণ, (২) ট্রেনের একটি বগিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা এবং (৩) ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া বিশেষ ট্রেন (ফ্রি) সার্ভিস চালু করা। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটির উপর দায়িত্ব প্রদান করা হলেও কিছু কর্মসূচি অত্যন্ত বিশেষ ধরণের কাজ বিধায় তা বাস্তবায়নে এ বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা প্রয়োজন। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনায় রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩টি কর্মসূচি ও রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ১৪টি কর্মসূচি কিভাবে দ্রুত ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

০৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র কমলাপুর ও চট্টগ্রাম স্টেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য/ম্যুরাল তৈরির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বড় পরিসরে অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন। এছাড়া, গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করা হলেও কিছু কর্মসূচি যেমন: ভাস্কর্য/ম্যুরাল তৈরির কার্যক্রমটি গঠিত উপ-কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরুহ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তিনি উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন মর্মেও অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, গ্যালারী, স্টেশন ব্রান্ডিং, ট্রেন ট্যাগ লাইনকরণ কার্যক্রম নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট Power Point Presentation উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার এবং বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, গ্যালারী, স্টেশন ব্রান্ডিং, ট্রেন ট্যাগ লাইনের জন্য ট্রেনের সংখ্যা, স্থান, সময় এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত ক্রয় প্রক্রিয়া/পদ্ধতি (DPM, LTM বা OTM) আশু নির্ধারণ করা আবশ্যক। তিনি এ বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতের নিমিত্ত জরুরিভিত্তিতে একটি উপ-কমিটি গঠনপূর্বক কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অদ্যকার সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করে সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেন।

০৪। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপ-পরিচালক (সংস্থাপন-২), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন যে, স্মরণিকা প্রকাশ উপ-কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যথাসময়ে স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। রেলওয়ের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য রেলওয়ের যে সকল প্রাক্তন কর্মকর্তাগণ লেখা-লেখি করেন তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে যে সকল লেখা পাওয়া গিয়েছে তন্মধ্যে ১৫টি লেখা বাছাই করা হয়েছে। অনেক সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিকট থেকে এখনও লেখা পাওয়া যায়নি। তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে লেখা আহবান করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

০৫। সভাপতি সভায় বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ৩টি সিদ্ধান্তসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ১৪টি কর্মসূচি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

০৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্তভাবে একটি উপ-কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটির নিকট হতে আগামী ২দিনের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, গ্যালারী, স্টেশন ব্রান্ডিং, ট্রেন ট্যাগ লাইনের জন্য ট্রেনের সংখ্যা, স্থান, ক্রয় প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলনসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়:

(ক) উপ-কমিটির রূপরেখা:

| | | |
|---|---|---|
| ১. | অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়..... | সভাপতি |
| ২. | প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে ..... | সদস্য |
| ৩. | যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে ..... | সদস্য |
| ৪. | যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ..... | সদস্য |
| ৫. | পুলিশ সুপার, ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ, রেলওয়ে পুলিশ ..... | সদস্য |
| ৬. | প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগাম..... | সদস্য |
| ৭. | প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী..... | সদস্য |
| ৮. | উপসচিব (উন্নয়ন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়..... | সদস্য-সচিব |

উপ-কমিটির কর্মপরিধি:

(১) বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণারের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা;
(২) বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণারের স্থান সুনির্দিষ্ট করা;
(৩) বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ম্যুরাল, টেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার তৈরির সম্ভাব্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;
(৪) এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয় প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা;
(৫) আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি; এবং
(৬) কমিটি প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত যেকোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) অনুচ্ছেদ- ৬(ক)-এ উল্লিখিত কমিটি ৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নিম্নেবর্ণিত প্যাকেজ আকারে বঙ্গবন্ধু কর্ণার, গ্যালারী, ষ্টেশন ব্রান্ডিং, ভাস্কর্য তৈরী, ম্যুরাল নির্মাণের স্থান নির্ধারণ, ট্রেন ট্যাগ লাইন-এর জন্য ট্রেনসমূহ নির্ধারণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ পেশ করেনঃ

| ক্র:নং | গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ | কোথায় কোথায় হবে | | প্যাকেজ নং |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বঙ্গবন্ধু কর্নার/গ্যালারী | ১. | ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং রেলভবন। | প্যাকেজ নং-১ |
| | স্টেশন ব্রান্ডিং | | | প্যাকেজ নং-২ |
| ২. | ট্রেন ট্যাগ লাইন প্রতি রুটে ১টি করে ট্রেন | ১. | ঢাকা -চট্টগ্রাম-সোনারবাংলা। | প্যাকেজ নং-৩ |
| | | ২. | ঢাকা -সিলেট-পারাবত। | |
| | | ৩. | ঢাকা -ময়মনসিংহ-তিস্তা। | |
| | | ৪. | ঢাকা -পঞ্চগড়-পঞ্চগড় এক্সপ্রেস। | |
| | | ৫. | ঢাকা -রাজশাহী-বনলতা। | |
| | | ৬. | ঢাকা -খুলনা-চিত্রা। | |
| | | ৭. | ঢাকা -রংপুর-রংপুর এক্সপ্রেস। | |
| ৩. | ভাস্কর্য তৈরী | ১. | চট্টগ্রামে সাতরাস্তার মাথা। | প্যাকেজ নং-৪ |
| | | ২. | ঢাকা স্টেশন। | |
| | | ৩. | খুলনা স্টেশন। | |
| | | ৪. | রাজশাহী স্টেশন। | |
| | | ৫. | সিলেট স্টেশন। | |
| ৪. | ম্যুরাল নির্মাণ | পূর্বাঞ্চল | ঢাকা, বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, নরসিংদী, আখাউড়া, ফেনী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নোয়াখালী, লাকসাম | প্যাকেজ নং-৫ |
| | | পশ্চিমাঞ্চল | খুলনা, রাজশাহী, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, রংপুর, নাটোর, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, ঠাঁকুরগাও, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, গোবরা, কুষ্টিয়া-কোর্ট, হিলি, চুয়াডাঙ্গা, ঈশ্বরদী, যশোর, বেনাপোল, জয়দেবপুর | |
| ৫. | কোচ ভিত্তিক মিউজিয়াম তৈরী ও স্টেশন ভিত্তিক ইভেন্ট পরিচালনা | ১. | মোবাইল মিউজিয়াম ফিল্ম প্রদর্শনী প্রচার ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান | প্যাকেজ নং-৬ |

অত:পর প্যাকেজসমূহের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করা হয়। অন্যান্য বিষয়গুলো সিনিয়র সচিব ও মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(গ) স্মরণিকা প্রকাশের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার নিকট হতে লেখা আহবানের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পত্র দিয়ে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং

(ঘ) জাতির পিতার ভাস্কর্য/ম্যুরাল এবং রেল স্টেশনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনের কার্যক্রমসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হলো।

০৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৯/১২/২০

(মোঃ মজিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.২৩.০১৫.১৯- ৪৩

তারিখ: ০৮ পৌষ ১৪২৫ / ২২ জানুয়ারি ২০২০

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতারভিত্তিতে নয়):**

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/অডিট ও আইসিটি/বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১/২), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/এমএন্ডসিপি/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬. মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭. সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৮. প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৯. রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১০. সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১. যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১২. পুলিশ সুপার, ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ, রেলওয়ে পুলিশ, ঢাকা।
১৩. উপসচিব (আইন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য-সচিব, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি।
১৪. উপসচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য-সচিব, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় উপকমিটি।
১৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৬. উপসচিব (উন্নয়ন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য-সচিব, ভাস্কর্য/ম্যুরাল, চেরাকোটা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার তৈরি উপকমিটি।
১৭. সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১/সংযুক্ত রেলওয়ে অপারেশন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও সদস্য-সচিব, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র অনুমোদিত ৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন উপ-কমিটি।
১৮. পরিচালক (পরিবহন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সদস্য-সচিব, রেলওয়ে জাম্বুরী আয়োজন উপ-কমিটি।
১৯. উপ-পরিচালক (সংস্থাপন-২), বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সদস্য-সচিব, স্মরণীকা প্রকাশ উপ-কমিটি।
২০. সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, প্রচার-প্রচারণা উপকমিটি।

**অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):**

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব